ব্রজলীলা

নাট্যরাসক।

BRAJALILA

OPERA.

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

(১৪৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট)

কলিকাতা

গোয়াবাগান ৩নং,—"অরোরা" প্রেসে
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৯ সাল।

All Rights Reserved.

মূল্য চারি আনা।

4 JUL 12

ব্রজলীলা।

প্রথম দৃশ্য।

যমুনা বক্ষ।

(আবক্ষ নিমজ্জা গোপিনীগণ।)

১

গোপী। আও আও আলি, করি জল কেলি,
সব সখি মিলি, যমুনা উছালি।
বঁধুয়া বিহনে, নিশি জাগরণে,
মদন দহনে, তনু যায় জ্বলি ;—
জ্বলন জুড়াতে, তাই জলে উলি ॥
কাঁচলি ফেলেছি খুলে, দুকুল রেখেছি কুলে,
সরম গিয়েছি ভুলে ;—
আও সখি দলে দলে, কাল জলে খেলি ॥

২

রাধা। সখিরে !
ঢেউ গুলো ওলো ভেঙ্গে দে না।
ঢেউ বুকে এসে বসে মানা মানে না ॥

তরঙ্গের কিবা রঙ্গ হেরি,অঙ্গে অঙ্গে খেলে লুকোচুরি,
উঁকি মেরে হেরে মাধুরী ;—
লহরীর চাতুরী কিছু বোঝা যায় না।

৩

গোপী। যমুনার কাল জলে,কায়া ভাসায়ে দিই।
ভেসে ভেসে কত দূরে যাই।
সইলো ভেসে ভেসে, যাইলো হেন দেশে,
ননদী বাঘিনী যেথা নাই।
দিবা নিশি যেথা কালারে পাই।

৪

কৃষ্ণ সোণার কমল জলে ভাসে,
তাই দেখিবার আশে,আসা আমার এ পুলিনে।
কদম্বের আড়ে থাকি, চুপি চুপি রূপ দেখি,
আঁখির আড়ে থেকে লুকি,রাধার আঁখি কি কি বলে;
কার হিয়ার ছায়া আছে নয়ন নলিনে॥

৫

প্র-গো। আমার যেম্নি বেণী, তেম্নি রবে,
চুল ভেজাব না।
দ্বি-গো। আমি খুব ডুব দেব সই,
তোর মলা কথা শুনবোনা॥
তৃ গো আমি জল ছেটাব, ছড়াব,
তোদের গায়ে দেব,

প্র দ্বি-গো। আমরা তবে চলে যাব জলে নাবো না

সকলে আয় ভাই সাঁতারে সাঁতারে,
এ পারে ওপারে, করি আনা গোনা ॥

৬

কৃষ্ণ। বিবসনা ব্রজাঙ্গনা যমুনা সলিলে।
রঙ্গে ভঙ্গে সোণার অঙ্গ, অপাঙ্গে নেহালে ॥
মাধুরী হেরিয়ে চিত হ'ল মাতুয়ারা,
এ শোভা ঢাকিতে দিতে যায় না পারা,
ঝাঁপ দিব যমুনায় এরূপ ঝাঁপিলে।
নাগরীরে দিয়ে ফাঁকি, ঘাগরী হরিয়ে রাখি,
লাজেতে মুদিবে আঁখি, কুলেতে আসিলে ॥

৭

গোপী। সইলো! একি হইল
বসন সব কোথা গেল, কে লয়ে পলাইল;
কুরতি কাঁচরী, আঙ্গিয়া ঘাগরী,
হরি হরি হরি, কে হরে নিল ॥

৮

প্র-গো। হরিই হরেছে বাস বুঝিনু স্বজনী।
শূন্য হ'তে কোথা যেন বংশী রব শুনি।

সকলে। ওই দেখ্ কদম্ব ডালে,
রাঙা দুটী চরণ দোলে,
কালা বিনা হেন ছলা কে খেলিবে ধনি!

৯

কৃষ্ণ। মরি মরি কি মাধুরী হেরি ব্রজনারী।
গোপীগণ বসন দাওনা ফিরে পায়ে ধরি হরি॥
কৃষ্ণ পীত ধড়া কটীতটে, গলে বনমালা
বসনে কি প্রয়োজন মোর ব্রজবালা;
বাসে রেখে এসে বাস কেন হে চাতুরী।
গোপীগণ। রাধার মাথার কিরে,দাওহে ঘাগরী ফিরে,
কুলবালা লাজে মরে, কি কর মুরারি।
কৃষ্ণ। কটিবেড়ি কলকলে, যমুনা লহর চলে,
ঝাঁপিতেছ হৃদিফল চারু করতলে;
লাজমাখা আঁখি হ'তে মতিধারা ঝরে,
এলোকেশী শশীমুখী মরি স্মর শরে।
গোপীগণ। ননীচোরা বাসচোরা ছাড়না চাতুরী।
চোরেরে ফিরে না হেরে ব্রজকুলনারী॥
কৃষ্ণ সরমে মরম জ্বলে যদি হে গোপিনী।
যোড়করে দীনকরে পূজলো ভামিনি
গোপীগণ। সাধিহে তপন, হরহে কিরণ,
আলোক ঝলকে, হৃদয় গোলোক,
বাস হরি হেরে, গোলোক বিহারী॥
কৃষ্ণ। জল মাঝে আলো ঢেলে দেখ দিনমণি
সলিলে বিরলে রতন রেখেছে গোপিনী॥

গোপীগণ। ছিছি কে কোথা আছে,কেউ দেখে পাছে,
আরি ফেরে পাছে পাছে, জাননা শ্রীহরি।
উহু উহু শীতে মরি, সলিল সহিতে নারি,
পায়ে ধরি বংশীধারী, আমরা মানিলাম হারি॥

কৃষ্ণ। ভাল এই লহ বাস, পূরাও প্রেমিক আশ,
প্রমদাসে কিসে তোষ, বললো কিশোরি।

গোপীগণ। প্রেমময়ী আর কি পাবে,
প্রেমসুধা দান দিবে,
তরু ত্যজি এস তীরে বাজাও বাঁশরী।

১০

গোপীগণ এখন বলনা কালা কোথায় যাবে
যে লাজ দিয়েছ আজ কুঞ্জে তার সাজা পাবে।
আয় আয় সহচরী, লম্পট শঠেরে ধরি,
কিশোরীর কুঞ্জে, চোরের বিচার হবে।
আজিলো বাসর দ্বারে,বাঁশী ফেলে অসি করে,
সারা নিশি শ্যাম, পাহারা দেবে॥

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

(চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ ।)

চন্দ্রাবলী ও সখীগণ ।

১১

চন্দ্র । ছি ছি কেন ব'লে গেল ।
আস্‌ব ব'লে আশা দিয়ে, শ্যাম আমার নাহি এল ॥
চাঁদ পানে চেয়ে চেয়ে, শ্যামচাঁদে খেয়াইয়ে,
আমার আশার নিশি, কুঞ্জে বসি পোহাইল ।
রাধারে সে ভালবাসে, আসবে কেন মম বাসে,
পড়ে তার প্রেমফাঁসে, আমার শুধু দহা হ'ল ।

১২

সখীগণ শ্যামের প্রেমের লীলা সইলো ব'লো না ।
মন নিয়ে মন দেয় না কালা এম্নি ছলনা ।
কানুর মোহন বেণু, জিনেছেলো' ফুলধনু,
মদনে হারায়ে, মাধব মাতায় ললনা ॥

১৩

চন্দ্রা । পায়ে ধরে সাধি, নিরবধি কাঁদি,
তবু সে গো বন্ধুর ছল ।
কি গুণে বলায়, শ্যামপ্রেম পাব
বল সখি ত্বরা বল ।

সখীগণ। চতুরা সে রাই, তাইত কানাই,
সদ বাঁধা প্রেমফাঁদে।
কত খেলে কাণ, প্রতি পলে মান,
বঁধু পদে পড়ে কাঁদে॥
তুমিলো সরলা পীরিতি বিহ্বলা
জান না পুরুষ মন।
যতন বিহনে, পেলে প্রেমধনে,
সদা করে অযতন।
কর দেখি মান, রাখে কিনা মান,
দেখদেখি সখি কালা
তোর চারু পায়, মুকুট লুটায়,
তবেত ঘুচিবে জ্বাল

১৪

চন্দ্রা হেরিলে বয়ান, থাকেনাকো মান,
প্রেমের তুফান প্রাণেতে গো বহে।
সে বঙ্কিম আঁখি, কিযে বলে সখি,
আঁখিতে আঁখিতে কত কথা কহে।
মধুর মুরলী, প্রেম মন্ত্র বলি,
ইন্দ্রজালে যেন লয় মন হরি।
মান অভিমান, প্রেম অপমান,
নিমেষে সকলি, সখিলো পাশরি॥

কিযে হ'ল জ্বাল, দেখিলে বিহ্বলা,
না দেখে উতলা কি হবে উপায়।
সহে না যন্ত্রণা, কর লো মন্ত্রণা,
কালা যেন আর নাহি ঠেলে পায়॥

১৫

সখীগণ। শ্যাম কুঞ্জেতে আইলে কথা ক'য়োনা লো,
শুন মানা কথা ক'য়ো না ক'যো না ক'য়ো না লো।
আসিলে সে কালশশী, মানভরে রবে বসি,
চেওনা লো ফিরে কভু চেওনা লো।

১৬

চন্দ্রা। যার তরে কুলমান দিছি সখি বলিদান,
কেমনে তার অপমান করিব লো ধনি।
সখীগণ। মোরা কি বলিব আর,জান তার ব্যবহার,
মর্ম্ম বুঝি কর্ম্ম কর শ্যাম সোহাগিনি।

১৭

চন্দ্রা। সাধি কাঁদি পদতলে,সাধ শ্যাম দাসী বলে,
তাই কি কৃষ্ণ কাঁদাইলে অবলা বালায়
কোথা আছ প্রাণসখা, মরি নাথ দেহ দেখা,
তোমা বিনা প্রাণ রাখা, হলো বুঝি দায়॥
সখি সব পায়ে ধরি, আন হরি ত্বরা করি,
নহে প্রাণ পরিহরি, বিরহ জ্বালায়॥

১৮

সখীগণ। তবে চললো চন্দ্রাবলী শ্যাম অন্বেষণে।
খুঁজি গিয়ে শঠরাজে বৃন্দাবনের বনে বনে॥
ধরি রাখালের সাজ, শ্যামের মত বাঁকা ধাঁজ,
কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজি আজ তোমার সই প্রাণধনে।
দেখি চল কোথা কালা করে কেলি অন্য সনে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যমুনা।

তরীপরে কৃষ্ণ রাধা ও গোপীগণ।

১৯

গোপী। তরী ধীরে বাহ কাজ কি ছলে।
শ্যাম জোরে বাহিলে, দধি উছলে॥
গা টলে, পড়ি ঢলে,
আহা এম্‌নি এম্‌নি এম্‌নি করে,
দুলে দুলে একটু হেলে,
থেকে থেকে এম্‌নি টলে,
আহা এম্‌নি এম্‌নি এম্‌নি চলে,
ঐ শুন কিশোরী কি বলে॥

২০

কৃষ্ণ। আমি নবীন পাটনী।
কাযের কি জানি ধনী॥
পসরা সবায়ে রাখ, দধিঘট ধরে থাক,
আমারে দুষ না প্যারী টলিলে তরণী।
কোলে লয়ে ব্রজবালা, লহরী করিছে খেলা,
হের তার হেলা দোলা, চতুরা গোপিনী॥

(রাখালবেশে চন্দ্রাবলী ও সখীদ্বয়ের
কূলে প্রবেশ।)

২১

চন্দ্রা-সখী। ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে,
চল্‌লো আজ রাখাল সাজে,
খুঁজি গিয়ে শঠরাজে সারা ব্রজকূলে।
আবরী কবরী কুসুম চূড়া,
পরেছি নাগরী পরেছি ধড়া,
নারীর নিশানা বুকে,
ঢাক বনফুলে
মধুর মধুর বইছে বায়,
পুলকে সই উল্লাসে কায়,
হৃদমাঝারে ধিকি ধিকি,
কিন্তু কি জ্বলে।

মোহিনী যমুনা উজান চলে,
তরণী হৃদয়ে লইয়ে খেলে,
সুনীল লহরী দেখ,
হেলে দুলে চলে ॥

২২

চন্দ্রা। সখি, ওই না আমার শ্যাম।
সেই সে মোহন আঁখি সেই বাঁকাঠাম ॥
তরী'পরে কর্ণ ধ'রে, গোপিকারে পার করে,
পুরায় রাধার হৃদি কাম।

২৩

গোপিনী। দেখ দেখ কালা কাবা ভ্রমে কুলে।
তোমার সখাব সাজ, সখাগণে দেয় লাজ,
মোহন নয়ন পশে শ্রুতিমূলে।
মুখ ফুল্ল কোকনদ, বাড়াইছে বাম পদ,
নর কিবা নারী, বুঝিবারে নারি,
রূপ হেরে তবু মন যায় ভুলে।

২৪

চ সখী ভাল ভাল হে গোপিনী,
পাটনী পেয়েছ ভাল।
কাল নায়ে, কাল নেয়ে,
কাল জল করেছে আলো ॥

সুধাই ওহে ব্রজগোপাল.
কোথা গেল তোমার গো পাল,
ভাল নাকাল, হোলে রাখাল,
ভাল রাধার প্রেমের জাল ॥

২৫

কৃষ্ণ। মরি কি মোহন বেশ ওলো চন্দ্রাবলী।
ফেলে প্রেমফাঁদেতে, বল কারে কাঁদাতে,
ফুল্ল ফুল্লে আজি ঝাঁপ হৃদিকলি ॥
হেরিয়ে মোহিনী বেশ, পাগল হ'লো মহেশ,
আজি কার হৃদয়েশ,মোহন বেশে যাবে ভুলি;
যাওলো বালা নিজ কুঞ্জে চলি।

২৬

চন্দ্রা। নাহি ভয় শ্যামধন, রাধার জীবন ধন,
লবনা হে হরি।
কুরূপা কুৎসিতা আমি, উপবাসে যাপি যামী,
তুমি শ্যাম তাহে বাম;
আশা দিয়ে তুষে এসে যমুনায় বাহ তরী ॥

২৭

কৃষ্ণ। চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবলী ক্ষম অধীনে।
আমি প্রেমে নবীন ব্রতী, তুমিলো প্রবীণে ॥
তোমায় আমি ভালবাসি,"আসিবো বোলে"বলে আসি,
দেখে রাধার মধুর হাসি আসতে পারিনে।

রাধা মম প্রেমের গুরু, বলি রাধা "কৃপাংকুরু"
রাধা বাঁধা যে মোর আধা জীবনে।

২৮

চন্দ্র। নির্দয় কপট শ্যাম ধিক্ ধিক্ হে তোমায়।
প্রথম মিলন কালে, কাঁদি তব পদতলে,
রাধার বাধার কথা বলেছিনু শ্যামরায়॥
তবে কেন সে সময় রসভাবে রসময়,
ছলে ছলি ভুলাইলে ভিখারিণী অবলায়।
যাও যাও হে লম্পট, থাক রাধার নিকট,
করিয়ে কপট, আর ছ'লনা আমায়।

(চন্দ্রাবলী ও সখিগণের প্রস্থান)

২৯

গোপিনী। করি এ কলি ও কলি, তুমি ভ্রম হে অলি,
কেমন ফল তার আজি ফলিল বল
ভাল ভাল শঠরাজ, তুমি যেন পেলে লাজ,
আনিয়ে যমুনামাঝে তরী কেন টলমল।
চাপি পুনঃ কর্ণধার, শ্রীমতীরে পার কর,
কুঞ্জেতে যেওনা আর করি প্রেমছল।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন পথ

রাধিকা ও সখীগণ

৩০

রাধা সখী। হাসি হাসি পূর্ণশশী, সুনীল আকাশে ভাসি,
হাসাইছে বসুমতি আজি সিত করে।
তারাদল ঝলমল, রজত ধরণীতল,
উতলা বিরহিণী, ধরিতে নাগরে।
রাসেতে বসিবে আসি, বলে গেছে শ্যামশশী,
সেই আসে কুঞ্জে বসি, পূজি পঞ্চশরে॥

৩১

রাধিকা। ষোলশ গোপিনী, শ্যাম সোহাগিনী,
রাধা অভাগিনী কোন গুণ ধরে।
এ শারদ নিশি, যাবে কিলো হাসি,
পাব কিলো নটবরে
নিদয় কালিয়ে, প্রতিজ্ঞা পালিয়ে,
বাঁচাবে কি স্মর শরে॥

৩২

। বৃন্দা রতি সুখ সারে, গতমভিসারে,
মদন মনোহর বেশং ।
নকুরু নিতম্বিনি, গমন বিলম্বন,
মনুসর তং হৃদয়েশং
ধীর সমীরে, যমুনা তীরে,
বসতি বনে বনমালী
গোপী পীন, পয়োধর মর্দ্দন,
চঞ্চল কর যুগশালী ॥
নাম সমেতং, কৃত সঙ্কেতং,
বাদরতে মৃদুবেণুং ।
মনুতে নমুতে, তনু সঙ্গত,
পবন চলিত মপি রেণুং
পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে,
শঙ্কিত ভবদুপযানং ।
রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানং ।
মুখরমধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলীসুলোলং ।
চল সখী কুঞ্জং, সহ গোপী পুঞ্জং,
শিলয় নীল নিচোলং ॥

উরসি মুরারে, রূপহিত হারে,
ঘনইব তরল বলাকে।
তড়িদিব পীতে, রতি বিপরীতে
রজসি সুকৃত বিপাকে ।
বিগলিত বসনং, পরিহৃত রসনং,
ঘটয় জঘনমপি ধানং।
কিশলয় শয়নে, পঙ্কজ নয়নে,
নিধিমিব হর্ষমিধানং !

৩৩

তোমার মিলন আশে, মদনমোহন বেশে,
কুঞ্জবনে আছে বসি শ্যাম
বিলম্ব করো না প্যারি, অধীর মুরলীধারী,
বাঁশরীতে সদা রাধা নাম ।
বৃক্ষ পত্র খসে বায়, চকিত নয়নে চায়,
অনুমানি তব পদ ধ্বনি
সুখের রজনী যায়, চল যথা শ্যামরায়,
ব্যাজে কাজ নাহি বিনোদিনী।

৩৪

রাধা । চল সখি চল চল, হৃদি মম সচঞ্চল,
মিলন বিহনে, ধৈরয না ধরে।

যদি মম শ্যাম রায়, ব্যাজ হেরি চলে যায়,
ত্যজিব জীবন, ফিরিব না ঘরে ।
সখি মো'র করে ধর, নয়নে না হেরি আর,
পূর্ণিমার নিশি, সতিমির মানি ।
কত কথা উঠে মনে, পাব কিলো শ্যামধনে,
কি আছে ললাটে, কিছু নাহি জানি ।

৩৫

সখিগণ। বৃন্দাবন বিহারিণী, সুকুমারী বিনোদিনী,
নটবর দরশনে যায ।
প্রবোধ না মানে মনে, চলে মদন তাড়নে
নলিন নয়নে ঘন চায়
শরতের চাঁদ মুখ, হেরে শশী পায় দুখ,
অমৃত অধরে ধরে তায় ।
লালসা পূর্ণিত নেত্র, রতি পতি রণক্ষেত্র,
আবেশেতে আধা মোদ প্রায় ।
কুঞ্চিত কেশের রাশি, নিতম্ব চুমিছে আসি,
কাদম্বিনী বর্ণে লাজ পায় ।
তাহাতে মতির ঝারা, পুরাতনী পূতধারা
গঙ্গা যেন যোগীন্দ্র জটায় ।
আমাদের রাধারাণী, অবনীতে নারায়ণী,
প্রেমধর্ম্মে সঁপি প্রাণ কায়

চলে কৃষ্ণভাবিনী, আলো করি যামিনী,
হৃদি পূর্ণ প্রেম পিপাসায়
নরেন্দ্র কুমারী সতি, হরি চারু পায় রতি,
শ্যাম রূপ সদত ধেয়ায়
পুরাইতে মনোরথ শ্যাম দেছে দাসখত
রাজবালা শ্রীমতির পায় ।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিধুবনের দ্বার

কৃষ্ণ উপস্থিত

৩৬

কৃষ্ণ কিশোরী কেন এল না
মানে কি মগন পুনঃ হ'লো সে ললনা ।
একে দেখি ঘোর দায়, কিসে প্রবোধি রাধায়
হৃদে বাঁধা সে আমার, করি না ছলনা
সাজায়ে বাস বাসর, বিহারে নাহি দোসর,
হানিতেছে স্মর শর, কি করি বলনা ।
কারে বা সুধাই আমি, নীরব নিভৃত যামী,
বল বল যদি পার, বল ওহে নিশাকর,
বল কিসে যায় যাতনা

(রাধিকা ও সখিগণের প্রবেশ)

৩৭

সখীগণ চল্‌তে পার না ধনি।
ছি ছি রাধা বিনোদিনী।
আজি না রাসের নিশি, কুঞ্জে বসি শ্যামশশী,
বনে বনে তবে কিলো, যাপিবে যামিনী।

(কৃষ্ণকে দেখিয়া)

এই লও মনচোরা, তোমার হৃদয়তার,
হার করে কণ্ঠে পর,
নইলে রবেনা শ্যামসোহাগিনী

৩৮

কৃষ্ণ আহা মরি মরি
বাজে যে চরণে, কুসুমে দলিতে,
কত ব্যথা পেলে কাননে চলিতে,
কেমনে সহিলে বললো কিশোরি
নিরঞ্জন করি এছার জীবন,
তব ঋণ কভু হবে কি মোচন,
এস প্রাণেশ্বরী এস হৃদে ধরি,
এস কোলে করি, কাননে বিচরি।

৩৯

রাধিকা। রমণী হৃদয় হাব,
রাধার প্রাণ আধার,
কার ধার চাহ শুধিবারে
রমণী সর্ব্বস্ব সার,
দিয়েছ যে প্রেম ধাব,
বিনিময়ে গুণময়,
রাধা কিবা দিতে পারে।

৪০

সখিগণ। না না কোলে কর,
চাঁদ হৃদে ধর,
মোরা দেখি সখি মিলে।
শুন শুন রাই,
কাঁদিবে কানাই,
হেন সাধে বাধা দিলে॥

কৃষ্ণ। এস প্রাণেশ্বরী, এস হৃদে ধরি,
এস কোলে ক'র কাননে বিচ'রি

৪১

রাধিকা। যা জান তা কর সখা,
বিনা তব মন রাখা,
কিছু জানি না শ্রীহরি॥

(রাধিকাকে স্কন্ধে লওয়ার ছলে কৃষ্ণের
উপবেশন ও সহসা অন্তর্ধান)

৪২

রাধিকা। কই সই কালা কোথা গেল।
কোলে করা ছল করে কোথা লুকাল।
অবলা রমণী বলে, কেন ভুলাইলে ছলে,
দেহ সখা দেখা পরাণ হ'লো বিকল

৪৩

সখিগণ। কেঁদনা স্বজনী চল নাগর আনি।
দিবলো দিবলো ধরে নাগর মণি॥
ধৈর্য্য ধর সখি কালা কোথা দেখি,
কোথা গেল দেখি তোর পোষা পাখী,
কেঁদনা কেঁদনা পরাণ বাঁধনা,
মুরারি তোমারে দিবে না বেদনা,
আনিব শ্যামেরে ঢুঁড়ি ভেবনা ধনি॥

তৃতীয় দৃশ্য।

নিধুবন, রাসমণ্ডপ।

কুসুম সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণ আসীন,
পার্শ্বে সখীগণ দণ্ডায়মান

৪৪

সখিগণ। শোভে রাধা শশী, শ্যামচাঁদ পাশে,
মিলি চাঁদে চাঁদে।

(হেরি) মধুর মাধুরী, রূপের লহরী,
চিত পড়ে ফাঁদে।
রাধা সুধাকর, শ্যাম সে চকোর,
বাঁধা সুধা সাধে।
কিশোরী বিজলি, ঘন বনমালী
দোঁহে দোঁহে বাধে ।

৪৫

রাধিকা কেন ছলনা।
কিবা অপরাধ, প্রতি পদে বাদ,
সাধ, শ্যাম বলনা ।
হীনমতি নারী, প্রেমের ভিখারী,
পদে তারে দল'না
আর করি ছল, বল বল বল,
ত্যজিবে না ললনা

৪৬

কৃষ্ণ শ্যাম প্রাণধন, হৃদয় ভূষণ,
কেন ভাব অকারণ।
ব্রজপুরেপ্রেমের তরে,এসেছি যশোদারঘরে,
প্রেমিকা গোপিকায় আমি সঁপেছি জীবন,
শুনলোশ্রীমতিসতী,তোমার"প্রাণের"পতি,

৪৭

সখি। "পাদমেকো নগচ্ছতি" ত্যজি এই বৃন্দাবন
আজি ব্রজ মাতিল রে।
ধরা হাসিল রে ॥
ঢালি পরিমল,
হাসে ফুলদল,
কোকিল কাকলি করে,
মধুর লহরে রে।
হাসে রাধা শশী,
হাসে শ্যাম শশী,
হাসি নভে শোভে শশী,
সুধা ঝরিল রে।
রাসের রজনী,
হাঁসিছে গোপিনী,
ব্রজবাসী প্রাণ হাসে,
নব হাসিরে ॥

যবনিকা পতন